ক্রমিক নং ১৩

২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরকে কেমন দেখতে চাই

ক্যাডেট তাজকিয়া

ক্যাডেট নং-১৫৮৩

একাদশ শ্রেণী

ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ

সংকেত ঃ-

- ভূমিকা।
- আমার শহর, আমার স্বপ্ন।
- ইতিহাসের পাতায় ময়মনসিংহ।ঠ
- ২০৩১ সালের দিনপঞ্জিকায় আমার শহর।
- কর্মমুখী শিক্ষায় আলোকিত ময়মনসিংহ।
- উন্নত অর্থনৈতিক অবকাঠামো।
- ময়মনসিংহ ও আইটি ইন্ডাস্ট্রির যাদুর পারশ।
- তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ।
- উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থ।
- সন্ত্রাসমুক্ত শান্তির শহর।
- বেকার সমস্যা মুক্ত ময়মনসিংহ।
- উন্নত মানসম্পন্ন শিক্ষার শহর।
- খাদ্য দ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ময়মনসিংহ
- বিদ্যুৎ সংকটমুক্ত শহর।
- সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন।
- পল্লি উন্নয়নের আওতায় ময়মনসিংহ।
- নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা।
- স্বনির্ভর ময়মনসিংহ।
- জকানজটের সমস্যা থেকে মুক্ত শহর।
- দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত শহর।
- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও খাদ্য সংকটমুক্ত ময়মনসিংহ।
- নগরায়ানের পরশে আমার শহর।
- কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ ময়মনসিংহ।
- দূষণমুক্ত আমার শহর।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও আমার শহর।
- পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধ ময়মনসিংহ শহর।
- স্বপ্ন পূরণের সন্ধিক্ষণে।
- উপসংহার।

শৃঙ্খল বাঁধিয়া ফেলে এই জানে সবে

আশার শৃঙ্খল কিন্ত অদ্ভুত এ ভবে।

সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,

সে বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হয়ে থাকে।

-----রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবির রাঙা ফুরবির গায়ে সিঁদুর মাখিয়ে দেয় পশ্চিমের আকাশ। জীবন আর প্রকৃতি স্থবির হয়ে যায় সাঁঝের মায়ার আবেশে। জননন্দিত নায়কের বিদায় অভিষেকে জীবন যেমন স্থবির হয়ে যায় সুখ-দুঃখের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় অধীর হয়ে উঠে-সাঁঝের মায়ার আলোতে মানব মনেও ঠিক তেমনি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিছু স্বপ্নের আলো ম্লান হয়ে যায়, আর কিছু স্বপ্নের আবির্ভাবের নতুন বার্তা নিয়ে আসে পূর্ব দিগন্তের নতুন আরেক সূর্য। এভাবেই সময় অতিবাহিত হয়, আসে সফলতার আনন্দবার্তা, ধ্বনিত হয় জয়ধ্বনি।

আমার শহর, আমার স্বপ্নঃ-

“এতই আমার জগতের সার,

স্মৃতি-মৃখর জনম ঠাঁই,

যেখানে আহলাদে নবীন আস্বাদে,

শৈশব জীবন সুখে কাঁটাই”।

কবির মতেও, যে জায়গার আলো, বাতাস, মাটি, বায়ু আমাদের প্রাণকে সজীব করে তার প্রতি থাকে আমাদের আত্মার সম্পর্ক। আর তাকে নিয়েই মনের অগোচরে সাজাই স্বপ্নের ভেলা। ঠিক তেমনি আমার শহর ময়মনসিংহকে নিয়েও আমার রয়েছে নানা ভাবনা, আছে বহু রকমের স্বপ্নের সমারোহ। আর তাই ২০৩১ সালে আমার শহরকে আমি দেখতে চাই সফলতা, সুনাম ও অর্জনের চরম শিখড়ে। আর তখন ময়মনসিংহ শুধু “শিক্ষার শহর” ছাড়াও পরিচিতি লাভ করবে নানা বিশেষণে। ঢাকা শহরকে ছাপিয়ে ৪৩৬৩.৪৮ বর্গকিলোমিটারের এই শহর পরিণত হবে বাংলাদেশের একমাত্র মেগাসিটিতে।

<u>ইতিহাসের পাতায় ময়মনসিংহ ঃ-</u>

ময়মনসিংহ বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা। কেবল আয়তনের দিক থেকে নয়, জনসংখ্যার দিক থেকেও এটা ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমান। বিস্তৃত আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যার এই অঞ্চলে যে একই আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা নয়, পূর্বে এটা দুইটি ভৌগোলিক বিভাগ দ্বারা বিভক্ত। দু'টি স্বতন্ত্রে বিভাগে দু'টি আঞ্চলে দুটি আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। পূর্বে অবস্থান অনুযায়ী পশ্চিম মৈমনসিংহ ও পূর্বে মৈমনসিংহ বলা হত এই শহরকে। জিলার মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাঞ্চল বিস্তৃত জলাভূমি দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, যে জলাভূমি 'হাওর' নামে পরিচিত ছিল। এই সকল জলাভূমির পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বংশাই, ধনু, আড়িয়ালখাঁ ও মেঘনা নদী প্রবাহিত। এই জলাভূমি, বিল, হাওড় ও বিভিন্ন নদ-নদী প্লাবিত বিস্তৃত নিম্নভূমি বা ভাটি অঞ্চলই ঐতিহ্যবাহী মৈমনসিংহ গীতিকার' জম্মভূমি'।

২০৩১ সালের দিনপঞ্জকায় আমার শহরঃ-

সময়ের পরিবর্তের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে সভ্যতার রূপ, পাল্টে যাচ্ছে তার পরিপার্শ্বিক জীবন ব্যবস্থা। নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদেরকে পরিবর্তিত হতে হবে নতুন সফলতা ও অর্জনের মাধ্যমে। ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়ায় নিজেকে আধুনিকায়ণের দায়িত্ব আমাদেরই। অন্নহীনকে অন্ন, নিরক্ষরকে জ্ঞানের আলো, বিভেদ-বিচ্ছেদ ভুলে, হানাহানি সংঘাত ভুলে, সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা জলাঞ্জলি দিয়া আমাদের কল্পিত স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে------- স্বপ্নগুলোর আলোকছুটায় আলোকিত হবে ২০৩১ সালের আমার শহর। সেই স্বপ্নগুলোর রূপই নিম্নে রূপান্তরিত হলো--

কর্মমুখী শিক্ষায় আলোকিত ময়মনসিংহ ঃ-

আধুনিক বিশ্বে বেঁচে থাকার জন্য নানা কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। অথচ ব্যবসা বাণিজ্যে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, জীবন যাত্রায় আমরা ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি। কারণ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিগ্রিধারী শিক্ষিত ব্যক্তি তৈরি করছে বটে, কিন্তু তা কর্মভিত্তিক না হওয়াতে ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তাই আমি চাই ময়মনসিংহ শহর ২০৩১ সালে হবে কর্মমূখী শিক্ষার আলোয় আলোকিত। তাই ময়মনসিংহ শহরে *প্রাথমিক, মাধ্যমিক, *উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি *কারিগরি, *প্রকৌশলি, *ডাক্তারি, *ভোকেশনাল ইত্যাদি কর্মমুখী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ৫ শতাংশ কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত। যা আমাদের দেশে ১% এরও কম।

উন্নত অর্থনৈতিক অবকাঠামো ঃ-

ক্ষুধা, দারিদ্র ও নিরক্ষরতা অভিশাপ থেকে নিজের জেলাকে মুক্ত করতে হলে আমাদেরকে উন্নত করতে হবে আর্থ-সামাজিক অবস্থা। ২০৩১ সালে উন্নত অর্থনৈতিক অবকাঠামো অর্জণের লক্ষ্যে আমাদের শহরের *বস্ত্রশিল্পে, *সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সম্পদে, *মৎস্য সম্পদে, *হস্ত শিল্পে, *পর্যটন শিল্প, *কৃষিভিত্তিক শিল্পে, *জনশক্তি রপ্তানিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে "শুধু মাথাপিছু আয় কোন

দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি হতে পারে না। কেননা মাথাপিছু আয় বাড়লেও ঐ বাড়তি আয়ে জনসাধারণের একটি বড় অংশের কোন অধিকার নাও থাকতে পারে।" তার মতে উন্নয়ন মাত্রা মানুয়ের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন, যে মান তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়ু এবং আরো অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে।

ময়মনসিংহ ও আইটি ইণ্ডাস্ট্রির যাদুর পরশ ঃ-

বাংলাদেশ সফটওয়্যার তৈরী ও রপ্তানিতে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি দেশ। এ দেশের সস্তা শ্রমের কারণে উন্নত দেশগুলো বিভিন্ন ধরণের সফটওয়্যার বাংলাদেশ প্রোগ্রামার দ্বারা করিয়ে নিচ্ছে অতি সহজে। সামান্য ট্রেনিং এর মাধ্যমে আমাদের এলাকার যুবকদের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে কাজ করানো যায়। এর ফলশ্রুতিতে আমাদের শহরে ডাটা এন্ট্রির কাজ ও সফটওয়ার তৈরীর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যার জন্য প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা, উদ্যোক্ত তৈরীতে উৎসাহ প্রদান ও অনলাইনে বিদেশী বাজারকে ধরা।

তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঃ-

তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে শহরে পল্লী অঞ্চলেও সেলুলার ফোন ব্যবহারকারীর মতো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বাড়াতে হবে। যার ফলে পল্লী অঞ্চলের মানুষগুলোও যুক্ত হবে গ্লোবাল নেটওয়াকের সাথে, মানুষ জানতে পারবে বিশ্ব সম্বন্ধে ও পরিচিত হবে নতুন নতু প্রযুক্তির সাথে। নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক রবাট শোলো প্রমাণ করেছেন যে, "দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পুঁজি ও শ্রমের অবদানের তুলনায় প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং এর যথোপযুক্ত ব্যবহারের অবদান অনেক বেশি।" বর্তমান বিশ্বে এমন কোন শিল্প বা প্রযুক্তি নেই যা কোনো না কোনোভাবে কম্পিউটারের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই, ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরের রন্ধে রন্ধ্রে পৌছে যাবে প্রযুক্তির নানা কৌশল।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ-

কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাই ময়মনসিংহ জেলার সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা । ময়মনসিংহ জেলার অর্ন্তগত ভালুকা উপজেলায় বিমানবন্দর নিমার্ণের উদ্যোগ বাতিল হলেও পুনরায় তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ময়মনসিংহের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার সম্ভব হবে। তাছাড়া কোন স্থানের

*সম্ভাব্য উৎপাদন, *বন্টন, *মূল্য নিধারণ, *বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, *ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শিল্পে উদ্যোক্তরা তাদের উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্টি হয়ে থাকে।

সন্ত্রাসমুক্ত শান্তির শহর ঃ-

সন্ত্রাসের কবলে পড়ে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে দেশ আর সেই অন্ধকারে বিভৎস আক্রমন থেকে রক্ষা পায় নি ময়মনসিংহ শহরও। সম্প্রতি সহিংস সন্ত্রাসের সাথে যোগ হয়েছে বোমাবাজি, গ্রেনেড হামলা ও আত্মঘাতি বোমাবাজি। বোমাবাজির মতো ভয়াবহ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মুহূর্তের মধ্যে ছিনিয়ে নিচ্ছে শত শত মানুষের অমূল্য জীবন ভেঙে দিচ্ছে তাদের সাজানো সংসার, চারিদিকে সন্ত্রাসী তৎপরতা অক্টোপাসের মত আকড়ে ধরেছে। মানুষ আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি তাই ২০৩১ সালের ময়মনসিংহ শহরের প্রতিটি সকাল হবে সন্ত্রাসের নগ্ন ছোবল থেকে মুক্ত, নিরাপদ ও ভীতি এবং শঙ্কাহীণ।

বেকার সমস্যামুক্ত ময়মনসিংহ ঃ-

বেকারত্ব একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্নর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেকারত্ব বিভিন্নভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তাই *অনুন্নত ও প্রাচীনপন্থী কৃষি ব্যবস্থা দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামো, *শিল্পে অনগ্রসরতা, *কারিগরি জ্ঞানের অভাব, *মূলধনের অভাব, *নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, *প্রাকৃতিক দুর্যোগ, *অদক্ষ জনশক্তি, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, *দারিদ্রের দুষ্টচক্র ইত্যাদি সমস্যাকে ছাপিয়ে ২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহর হয়ে উঠবে বাংলাদেশের একমাত্র বেকার সমস্যামুক্ত জেলা। তাই সুনির্দিষ্ট জাতীর শ্রমনীতি, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের শহরকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যায়। কবিও বলেন,

আজ বড় জ্বরা। তুমি এসো নাকো কাছে

বেকার জীবন শুধু জ্বর আর ঝড়।

শূণ্যে চাহি বসে থাকো জানালার পাশে,

অতীতের সুখ স্মরি রাঙ্গাও অন্তর।

উন্নত মানব সম্পদ সমৃদ্ধ শহর ঃ-

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগীতামূলক বিশ্বে মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। *অধিক জনসংখ্যা, *দারিদ্র, *খাদ্যাভাব, *অশিক্ষা ইত্যাদির কারণে মানুষ পুষ্টিহীনতা, অস্বাস্থ্য ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে ভুগছে। ফলে জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ জীবনীশক্তিহীন অবস্থায় বেড়ে উঠছে। ফ্রেডারিক হার্বিসন ও চার্লস এ মায়ার্স এর মতে, "মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে কোনো সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়"। *শিক্ষা, *স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, *পরিবার পরিকল্পনা, *বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, *স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, *বেকারদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে ২০৩১ সালের ময়মনসিংহ হবে উন্নত মানব সম্পদ সমৃদ্ধ শহর।

উন্নত মানসম্পন্ন শিক্ষার শহর ঃ-

শিক্ষাই উন্নতির চাবিকাঠি। নানা রকম উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সর্বোত্তম ফল লাভ করা যাচ্ছে না। অধ্যাপক আবু সায়ীদ বলেছেন, "শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করা ছাড়া শিক্ষার আসলে কোন অর্থ নেই"। সামাজিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অভাবই সাধারণত শিক্ষার মানের অবনতির মূল কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। ২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরের প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে রাজনীতিক প্রভাব ও সেশন জট থেকে মুক্ত। *নোট বই, *গাইড বই এর উপর নির্ভরশীলতার হ্রাস, *কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে শিক্ষাদান, *পাঠ্যবই-এর খুঁটিনাটি পড়ানো, *ছাত্র-ছাত্রীকে বিদ্যানুরাগী করে তুললে অতি সহজেই বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা শহর মানসম্মত শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে। বলা হয়,

"গুরু যদি এক বর্ণ শিষ্যরে শিখায় কোনদিন

পৃথিবীতে নাই দ্রব্য যা দিয়ে শোধ দিবে ঋণ"।

খাদ্যদ্রব্যে স্বয়ংসম্পুর্ণ ময়মনসিংহ ঃ-

মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রথম উপকরণ হচ্ছে খাদ্য। বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা খাদ্য সমস্যা কিছু কিছু এলাকায় মঙ্গায় রূপ নিয়েছে। অতীতে এদেশের খাদ্যের অভাব ছিল না। "গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ" প্রবাদে রূপ নিয়ে ছিল। *বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, *উন্নত বীজ, *সার, *ঔষুধের ব্যবহার , *শিক্ষিত জনশক্তি, *জনসংখ্যার সমস্যারোধ, *প্রাকৃতিক দুযোর্গ মোকাবেলা করার সঠিক পদ্ধতি বা উপায়, পানি সেচসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি অধিক ফসল ফলানোর মধ্য দিয়ে ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলা একটি খাদ্যদ্রব্য সমৃদ্ধ জেলায় পরিণত হবে।

বিদ্যুৎ সংকটমুক্ত শহর ঃ-

বিদ্যুতের জীয়ন কাঠির ছোঁয়া পেয়ে বর্তমান যন্ত্রসভ্যতা হল আরও বেগবান। দিগ্বিজয়ের মত্ততায় হল দিশেহারা। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো হল স্ফীত কলেবর, উৎপাদন-মুখর, কৃষি ভূমিতেও লাগল তার শিহরণ। অথচ যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও দেশের উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সমস্যার আবর্তে বাংলাদেশ আজও ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে। ২০৩১ সালের ময়মনসিংহ শহর হবে বিদ্যুৎ সংকটমুক্ত শহর। অতি দ্রুত বাড়তি উৎপাদন সম্ভব না হলেও নতুন প্লান্ট স্থাপন এবং পুরানো প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। যার ফলশ্রুতিতেই আমার শহর হয়ে উঠবে বিদ্যুৎ সংকটমুক্ত শহর। যা সম্ভব হবে *অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা, *বিদ্যুতের সুষম বন্টন, *শিল্প কারখানায় অজলভিত্তিক ভিন্নি ভিন্ন সাপ্তাহিক ছুটি কার্যকর, *শহরে রাস্তার একপাশে বাতি জ্বালানো, *বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে।

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ঃ-

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস মূলত সামাজিক সন্ত্রাসেরই প্রতিচ্ছবি। বর্তমানে আমাদের সমাজজীবনে চরম অবক্ষয়ের চিত্র জীবন্ত হয়ে আছে। শিক্ষকদের আদর্শচ্যুতি, শিক্ষাঙ্গণে রাজনীতি, সুষ্ঠু প্রশাসনের অভাব ইত্যাদিই এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। যেহেতু শিক্ষাঙ্গণ হল জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ক্ষেত্র সেহেতু ভবিষ্যৎ সন্তান তথা ভাবি নাগরিকের প্রশিক্ষণক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম যা হচ্ছে, জ্ঞানাহরণের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে অব্যাহতভাবে সন্ত্রাস চললে ছাত্রসমাজের মেরুদন্ড অচিরেই ভেঙ্গে পড়বে।

পল্লী উন্নয়নের আওতায় ময়মনসিংহ শহর ঃ-

বর্তমান বিশ্ব যখন কম্পিউটার জগতে প্রবেশ করে অনেক দূরে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে আমরা এখনও গণ সাক্ষরতা কর্মসূচি নিয়ে ব্যাস্ত। ফলশ্রুতিতে আমরা বিশ্ববাসীর জীবন মানের তুলনায় বিরাট অসম দূরতে জীবন যাপন করতে বাধ্য হই। তাই পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে পারিবারিক পর্যায়ে পরিবারকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রামের সব পরিবারের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নসহ গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরণের মাধ্যমে এবং গ্রামীণ জনগনের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ছোট ছোট তৃণমূল পরিকল্পনার ভিত্তিতে পারিবারিক ও গ্রামীণ উন্নয়নের বিকাশ সাধনই পল্লি উন্নয়নের সাম্প্রতিক ভাবনা। তাই ২০৩১ সালের ময়মনসিংহ শহর হবে পল্লি উন্নয়নের আদর্শ মডেল।

নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা ঃ-

প্রতিটি জীব বা প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে, আমাদেরও মরতে হবে। কিন্তু নিশ্চয়ই পথের বলি , হয়ে কেউ মরতে চাই না। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে প্রতিদিনই ঘটে যায় নানা দূর্ঘটনা, বিআরটিএ-র এক জরিপ মতে সড়ক দূর্ঘটনার প্রাণহানি ছাড়াও বছরে দেড় হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়। এসব দূর্ঘনায় স্বজন হারা মানুষের আহাজারি, পিতৃহারা সন্তনের আকুতিতে যাতে আর কখনো ময়মনসিংহ শহরের বাতাস ভারি না হয়ে যায়। তাই ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরের প্রতিটি সড়ক হবে নিরাপদ এবং যেখানে প্রতিটি রাস্তার বাঁকে বাঁকে মৃত্যু ওৎ পেতে থাকবে না।

স্বনির্ভর ময়মনসিংহ ঃ-

আত্মপ্রত্যয় ও আন্তপ্রচেষ্টাই ময়মনসিংহ শহরকে স্বনির্ভর করার মূলমন্ত্র । মাটি, পানি ও মানব সম্পদ এ তিনটিই হচ্ছে স্বনির্ভর হওয়ার মূল উপাদান। স্বনির্ভর হওয়ার জন্য শহরের প্রতিটি উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনোয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। ময়মনসিংহ শহরে রয়েছে স্বর্ণালী কৃষি ইতিহাস। আর এই কৃষি ইতিহাসের মূলকে কাজে লাগাতে হবে আমাদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য। তাছাড়াও *সমবায় আন্দোলন, *কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব, *মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধি, *কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রপ্রযুক্তির প্রসার ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে আমাদের শহর স্বনির্ভর হতে পারে ২০৩১ সালের মধ্যে।

যানজটের সমস্যা থেকে মুক্ত শহর ঃ-

অপ্রশস্থ রাস্তাঘাট, সংখ্যাধিক যানবাহন, নিয়মহীন চলাচল, উপচে পড়া অগনিত মানুষের ভিড়, উপরন্তু যানজট সমস্যা সব মিলিয়ে নগর জীবন আজ বিপর্যস্ত ভয়াবহ। ফলে অতিষ্ট হয়ে বলতে হয় "দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য, লও এ নগর"। সুষ্ঠু যানবাহন ব্যবস্থা যাতায়াত ও মালামাল আনা নেয়ার কোন শহরের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। বিভিন্ন কারণে যানজট সৃষ্টি হয়ে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা সামগ্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। তাই ২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরের সার্বিক উন্নতির স্বার্থে শহরের প্রতিটি রাস্তাকে যানজটের সমস্যা থেকে মুক্ত করেতে হবে। *বাড়তি ও অবৈধ লাইসেন্সধারী রিক্সা বন্ধ, *রাস্তার জঞ্জাল সরিয়ে ফুটপাত ঝামেলামুক্ত করা, *অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ, *রাস্তার সংস্কার, *ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো, *যানবাহনের সংখ্যা সীমিত করে সড়ক ভিত্তিক দোতলা বাসের সংখ্যা বাড়ানো, *শহরের মোড়গুলোতে যাত্রীবাহী বাস মিনিবাসের দৌরাত্ম বন্ধ করা ইত্যাদি পদক্ষেপ যানজট নিরাসণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত শহর ঃ-

২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরকে দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার মাধ্যমেই এই শহরকে পৌছে নেওয়া যাবে উন্নতির চরম শিখরে। *অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, *অনগ্রসর শিল্প ব্যবস্থা, *ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা, *কুসংস্কার ও ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা, *প্রাকৃতিক দূর্যোগের ব্যাপকতা, *দারিদ্রের দুষ্টচক্র, *সম্পদের অসম বন্টন, *নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা ইত্যাদি দিকগুলোকে অপেক্ষা করে আমার শহরকে ২০৩১ সালের মধ্যে দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। হরিশচন্দ্র মিত্র বলেছেন,

"যদি বা জন্মিতে হয় তবে যেন নাহি রয়

দারিদ্রতা দেহ মাঝে করি অধিকার রে,

যদিও দরিদ্র হই, কৃতাঞ্জলী পুটে কই

যেন নাহি থাকে দ্বারা পুত্র পরিবার রে"।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও খাদ্য সংকটমুক্ত ময়মনসিংহ ঃ-

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনজীবন আজ সংকটের সম্মুখীন। এগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রদান। প্রতিবছর বা প্রতিমাসে তো বটেই, প্রতি ঘন্টায় এমনকি প্রতিমুহূর্তে জিনিসপত্রের দর বেড়ে চলছে।

"বাড়ছে দাম অবিরাম

চালের ডালের তেলের নুনের

হাঁড়ির বাড়ির, গাড়ির চুনের"

দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতির পিছনে, *প্রাকৃতিক দুর্যোগ, *মুনাফালোভী মজুতদার, *মুদ্রাস্ফীতি, *রাজনৈতিক অস্থিশীলতা, পণ্যের ওপর কর আরোপ ইত্যাদি কারণ প্রধান হিসেবে কাজ করে। ২০৩১ সালের ময়মনসিংহ শহর থাকবে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি থেকে মুক্ত যার ফলে ঘটবে খাদ্যদ্রব্যের সুষমবন্টন।

নগরায়নের পরশে আমার শহর ঃ-

কোন জায়গায় আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে নগরায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। *কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে, *অর্থনৈতিক কার্যক্রমে, *বেকারত্ব মোচন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি, *কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি শিক্ষা, *স্বাস্থ্য সেবা, *বিশুদ্ধ পানি, *উন্নত পয়ঃ-ব্যবস্থা ইত্যাদি সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র নগরায়নের মাধ্যমে। আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, গ্রাম এলাকার নদীভাঙ্গন, আর্থ-সামাজিক সংকটের কারনে বিশেষ করে জনসংখ্যার চাপ, আর্থিক সংকট তথা ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের কারণে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে নগর মুখী হচ্ছে। ২০৩১ সালে দ্রুত ও সুষ্ঠু নগরায়নের মাধ্যমে ময়মনসিংহ শহর পৌছে যাবে উন্নতির চরম শিখড়ে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও আমার শহর ঃ-

জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি । আর বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারন হলো গ্রিন হাউস গ্যাস অভিঘাত। জলবায়ুর পরিবর্তন ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য অভিঘাত সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো *প্লাবন, *নদী প্রবাহের ক্ষীণতা, *পানির লবনাক্ততা, *আকস্মিক বন্যা, *সাইক্লোন, *ঝড়, *নদীভাঙ্গন প্রভৃতি। কৃষি প্রধান এই শহরের জমিতে সেচ ও নৌ চলাচলের জন্য নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত বাড়ে এবং বর্ষাকালে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যায় পরিনত হয়। তাই ময়মনসিংহ শহরকে এই সকল প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের ২০৩১ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে হবে।

কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ ময়মনসিংহ শহর ঃ-

ময়মনসিংহ শহরে রয়েছে সমৃদ্ধ কুটির শিল্পের স্বর্ণালী ইতিহাস। ময়মনসিংহ শহরের অন্তর্গত তাঁতের শাড়ি এখনও সারা দেশে সরবরাহ করা হয়। ময়মনসিংহ শহরের এ কুটির শিল্পকে সমৃদ্ধ করার উদ্দ্যেশ্যে *কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, *কুটির শিল্পের আধুনিকায়ন, *বাজার ব্যবস্থা, *মূলধন সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করতে হবে। ময়মনসিংহের পিতল ও কাসার জিনিস এখনও মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। পাটের দুর্দিনেও পাটের তৈরী বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প বিদেশে প্রচুর পরিমাণ রপ্তানি হচ্ছে। ২০৩১ সালের সময়ের পরিবতর্ণের সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রে মানুষের রুচি পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে নিত্যনতুন রূপ দিয়ে কুটির শিল্পকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

দূষণমুক্ত আমার শহর ঃ-

একটু লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাই, নিজেদের অবহেলার কারনেই প্রতিদিন আমরা চারপাশে তৈরী করছি বিষাক্ত পরিমন্ডল এবং নিজেদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঠেলে দিচ্ছে এক নীরব বিষক্রিয়ার মধ্যে । ফলে পরিবেশের মারাত্মক অবনতি ঘটছে, যা আমাদের জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। *বন উজার, *বিষাক্ত বাতাস, *পানিতে আর্সেনিক, *শব্দ দূষণ, *পানি দূষণ, *রাসানয়িক ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহকে বাংলাদেশের একমাত্র দূষণমুক্ত শহর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। Peter walliston , **বলেছেন,** "Enviromental pollution is a great threat to the existance of living beings on earth"

প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলা ও আমার শহর ঃ-

ময়মনসিংহ শহর বাংলাদেশের অন্যতম 'রেড জোন' শহর। ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট নানা কারণে প্রতি বছরই এই শহরের উপর দিয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক দূর্যোগের দুর্নিবার অত্যাচার। তাই ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করার জন্য সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দূর্যোগ ঘটার পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা, জাতীয় ভিত্তিতে দূর্যোগ মোকাবিলা করার নীতিমালা পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা , তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা, দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দূর্যোগকে মোকাবিলা করা সম্ভব।

আর যাতে না ধ্বনিত হয়, ।

"বন্যার জলে ভেসে যায় প্রাণী।

মুছে যায় মানবতার গ্লানি, শস্য শ্যামল বাংলায়।

জেগে ওঠে হাহাকার ধ্বনি"।

পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধ ময়মনসিংহ শহর ঃ-

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া

একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির বিন্দু"

ময়মনসিংহ শহরের অনুপম নিসর্গ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পর্যটন শিল্প প্রসারের অনন্য উপাদান। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানা নিদর্শনকে অঙ্গে ধারণ করে রেখেছে ময়মনসিংহ শহর। তার মধ্যে মুক্তাগাছাঃ- আচার্য বংশীয় জমিদার ও তাদের কীর্তিময় নিদর্শন, আলেকজান্ডার ক্যাসেলঃ- *শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (পুরুষ), শশী লজঃ- *শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (মহিলা), *হাসান মঞ্জিল, *গৌরীপুর ও রামগোপালপুর জমিদার বাড়ি, *জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালা,

*বিপিন পার্ক, *প্রথম শহীদ মিনার, *পূর্ণলক্ষী ভবন (দুর্লভ ভবন) ইত্যাদি যথাযথ ব্যবস্থা ও সঠিকরূপে এই সকল ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণের মাধ্যমে ময়মনসিংহ শহরের পর্যটন শিল্প অনেক উন্নত হবে। ২০৩১ সালে তাই ময়মনসিংহ শহর হবে বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র।

স্বপ্ন পূরণের সন্ধিক্ষণে ঃ-

২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরকে নিয়ে এসব স্বপ্ন কল্পনার নানা রং-এ রাঙানোর সাথে সাথে বাস্তবতার আলোকছটায় তাকে আলোকিত করতে হবে। আমরা সবাই মিলে "আমার যেটুকু সাধ্য আমি তা করিব" তাহলেই দেশ ও সমাজের অনেক মহৎ কিছু সম্পন্ন হবে, জীবন পাল্টে যাবে, সমাজে স্বাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধি আসবে। স্বাধীন বাংলাদেশের জীবনমান ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন এক জায়গায় থেমে নেই। দিন বদলের পালায় আমরা এগুচ্ছি সামনের দিকে। আর সেই মহাযাত্রার সূচনা করতে হবে আমাদের নিজ শহর থেকে। এভাবেই আমরা নতুন প্রজন্মকে উপহার দিতে পারব এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা। তাইতো কবিও বলেছেন-

"এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থানঃ

জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তুপ পিঠে

চলে যেতে হবে আমাদের"

উপসংহার ঃ-

স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। এশটি প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়ে আরেকটি প্রজন্মের সূচনা ঘটেছে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বোপার্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা শব্দের সাথে মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল এদেশকে নিয়ে, স্বপ্ন দেখেছিল তার শহরকে নিয়ে। কিন্তু সে স্বপ্ন আজও বাস্তবে রূপ নিতে পারে নি। সময়ের সাথে সাথে বদলে যাওয়া পৃথিবীতে সূচিত হচ্ছে নতুন যুগ, নতুন রেনেঁসা যার মূল কথাই জীবনকে ঋদ্ধ ও পরিপূর্ণ করা। তাই আমাদেরকে বেছে নিতে হবে অবিরাম অব্যাহত প্রয়াস, উদ্যম ও শ্রম সাধনা। জীবনে দুঃখ আছে, গ্লানি আছে, পরাজয় আছে, ব্যর্থতা আছে এবং থাকবে। কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞান, নৈপূন্য, দক্ষতার, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, ক্রীড়া, আবিস্কার, উদ্ভাবন ইত্যাদির সমন্বয়ে এগিয়ে যেতে হবে,সফলতার রক্তিম সূর্যের আভায় পরিশুদ্ধি লাভ করতে হবে। আর এভাবেই ২০৩১ সালে শ্রম ও সাধনায় আলোকিত, বিকশিত ও উদ্ভাসিত হবে আমার শহর। হয়তো কবির এ কথাটি তখন নতুন মাত্রা পাবে-

"সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়

জ্বলে পুড়ে মরে ছাড়খার, তবু মাথা নোয়াবার নয়"।

-----o-----